ইজিবাইক ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ ভাঙচুর, বিপাকে সাধারণ যাত্রীরা

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে ইজিবাইক শ্রমিক ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে একের পর এক ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা।

বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার থেকে দুপুর পর্যন্ত মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করে।

স্থানীয় শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা গেছে, ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের ১৮ মাইল মাইল নামক স্থানে ঝিনাইদহ জেলা বাস মিনিবাস সমিতির পক্ষ থেকে একটি চেকপোস্ট বসানো হয়। সেখানে ইজিবাইক শ্রমিক ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে তর্কবিতর্কের সূত্রপাত হয়।

একপর্যায়ে বাস শ্রমিকদের কয়েকজন চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে বাস রেখে প্রতিবাদ জানাতে গেলে সেখানেও উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। এ সময় বাস শ্রমিকদের কয়েকজন ইজিবাইক ভাঙচুর করছে বলে অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ে।

পরে এ খবরে রাস্তায় উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকে। ইজিবাইক শ্রমিকরা ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বৈডাঙ্গা পুরাতন ইটভাটার সামনে সড়কের ওপর গাছের খড়ি রেখে বাস চলাচলে বাধা দেন। এ সময় একটি বাস থামিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে দুজন ইজিবাইক চালককে আটক করে পুলিশ।

এদিকে বৈডাঙ্গা পুরাতন ইটভাটার সামনে গাছের খড়ি পড়ে থাকা এবং বারবার ওই খড়ি দিয়ে মহাসড়ক অবরোধের বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই মহাসড়কে এ ধরনের অবরোধ, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এতে একদিকে যেমন সাধারণ যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়ছেন, অন্যদিকে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন। বাস ও ইজিবাইক চলাচল না করায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রিরা। তারা ভ্যান বা রিকসা যোগে তাদের গন্তব্যে পৌছানের চেষ্টা করছেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান সংঘর্ষের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন সকালে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা সড়কে বাস ও ইজিবাইক চালকদের মধ্যে রাস্তায় যাতায়াত নিয়ে কথা কাটাকাটি ও পরবর্তিতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। ঘটনা মিমাংশার চেষ্টা চলছে।

পূর্বশত্রুতার জেরে মেহেরপুরে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরে আব্দুল হালিমের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার দিকে পার্শ্ববর্তী শালিকা গ্রাম থেকে ৪০-৫০টি মোটরসাইকেলে করে প্রায় ১০০ জন লোক রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে আসে। তারা প্রথমে বাড়ির চারপাশের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে এবং পরে মূল ফটকের তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সময় হামলাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল ভাঙচুর করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

অভিযোগ রয়েছে, হামলাকারীরা ঘরে থাকা দুটি স্টিলের আলমারির তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। স্থানীয়রা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে তাদের ভয়ভীতি দেখায়।

ভুক্তভোগী আব্দুল হালিম জানান, তাঁর মায়ের ৩৩ শতক জমি উত্তরাধিকারসূত্রে দুই ভাইয়ের মধ্যে বণ্টনের কথা ছিল। ভূমি অফিসের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁরা নিজেদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শরিকদের কাছে দাবি করেন। কিন্তু জমি বুঝিয়ে না দিয়ে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমে সমাধানের কথা বলে। পরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়।

তিনি আরও বলেন, এর আগে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাঁকে মারধর করা হয়েছিল। তাঁর ভাই সেলিম রেজা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে সেখানেও তাঁকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আব্দুল হালিমের দাবি, সম্প্রতি তাঁর প্রবাসী ছেলে দেশে ফেরার পর সকালে প্রতিপক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। এরই জেরে পরিকল্পিতভাবে সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, হামলাকারীরা নগদ প্রায় ৫ লাখ টাকা, প্রায় ৮ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার এবং বাড়ির বিভিন্ন মালামাল লুটপাট ও ভাঙচুর করেছে। এতে তাঁর প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে নোটিশ ছাড়া নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর ভাঙচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর পৌরসভার ওয়াপদা রোড এলাকায় নোটিশ ছাড়াই নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ও নির্মাণসামগ্রী ভাঙচুর এবং ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহকর্ত্রী মোছা. ডলি আজাদী সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

লিখিত অভিযোগে ডলি আজাদী বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ বা মৌখিক অবহিতকরণ ছাড়াই বুলডোজার দিয়ে তার নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ভেঙে ফেলেন। এছাড়া সেখানে রাখা ইট ও বালু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

তার দাবি, এ ঘটনায় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ডলি আজাদী অভিযোগ করেন, “আমাকে কোনো ধরনের লিখিত বা মৌখিক নোটিশ না দিয়েই ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আমাদের নির্মাণাধীন বাড়ির আশপাশে থাকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও অন্যান্য দোকানপাটের সামনেও একইভাবে জায়গা ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও কোথাও টাইলসও বসানো রয়েছে। অথচ শুধুমাত্র আমাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা অন্যায়।”

এবিষয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান বলেন, “হাইওয়ের সরকারি জমির ওপর কংক্রিটের কাজ ও সেফটি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পূর্বেই নোটিশ দিয়ে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। হাইওয়েতে যান চলাচলের স্বার্থে সেখানে রাখা ইট ও বালুসহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করা হয়েছে।”

দর্শনা প্রেসক্লাবে হামলা: ভাঙচুর ও সাংবাদিক আহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাবে একদল দুর্বৃত্তের হামলায় একজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকে মারধর, মোবাইল ফোন ভাঙচুর এবং লাইট বন্ধ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং

অপচেষ্টা। আমরা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং প্রশাসনের কাছে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।”

মেহেরপুরের জেড কে ফিলিং স্টেশনে হামলা ও ভাঙচুর

মেহেরপুরের জেড কে ফিলিং স্টেশনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ রবিবার দুপুর ১টার দিকে এ কাথুলী সড়কের জেড কে ফিলিং স্টেশনে এ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

জেড কে ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী রেজানুর রহমান বিশ্বাস জানান, মাঠপাড়া ও নতুন পাড়ার কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলে প্রতিদিন সিরিয়াল ছাড়া পাম্পে তেল নিতে আসে, এবং মাঝে মাঝেই তারা ঝামেলা করে।

রবিবার পঞ্চাশটির অধিক মোটরসাইকেল নিয়ে একযোগে তারা এসেছিল সিরিয়াল ভেঙে তেল নিতে, ওদেরকে তেল দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা অতর্কিত হামলা এবং ভাঙচুর করে।

তিনি আরও জানান, এভাবে নিরাপত্তাহীনতায় তারা ব্যবসা করতে পারবো না। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ওসি তদন্ত জাহাঙ্গীর সেলিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন চন্দ্র হালদারও সেখানে উপস্থিত হয় এবয় পরিস্থিতি তদারকি করেন।

[redacted]

[redacted]

এলাকাবাসী জানান, গত ২০২ শের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো দলীয় উত্তেজনা বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

গাংনীর মফিজ ফল ভাণ্ডার ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে ‘মফিজ ফল ভাণ্ডার’ ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন দোকানটির স্বত্বাধিকারী মফিজুর রহমান।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার ভাই রফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত শনিবার বিকেলে গাংনী বাজারের আমিরুল মার্কেট ও এস এম প্লাজা মার্কেটের একদল লোক দোকানের ভেতরে ঢুকে জোরপূর্বক ভাঙচুর চালায়। প্রায় ৪০ বছর ধরে গাংনী বাজারে ফলের ব্যবসা করে আসছেন মফিজুর রহমান। জেলা পরিষদের কাছ থেকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়া দোকানঘরটিতেই তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাজারে চলমান রাস্তা নির্মাণ কাজকে কেন্দ্র করে ‘ম্যাপে না থাকা’ অজুহাতে অভিযুক্তদের একটি চক্র গত ৪-৫ মাস ধরে তাকে দোকান ভাঙার হুমকি দিয়ে আসছিল। এমনকি দোকান অক্ষত রাখতে তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। তিনি সেই চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ১৫ নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে অভিযুক্তরা লোহার রড, লাঠিসহ একটি সংঘবদ্ধ দল নিয়ে দোকানে হামলা চালায়। তারা দোকানের মালামাল লুটপাটের পাশাপাশি প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধন করে।

রফিকুল ইসলাম আরও জানান, হামলার সময় আসামি সালাউদ্দিন শাওন

দোকানের ক্যাশ ড্রয়ার থেকে মহাজনকে দেওয়ার জন্য রাখা ১৫ লাখ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। এ সময় বাধা দিতে গেলে মফিজুর রহমানকে মারধর করে দোকান থেকে বের করে দেয় হামলাকারীরা।

এ ঘটনায় মফিজুর রহমান গাংনী সাবেক পৌরমেয়র আমিরুল ইসলামের ছেলে সালাউদ্দিন শাওন, কাপড় ব্যবসায়ী রেজাউল হক, মানিক, সৌখিন বস্ত্রালয়ের মালিক রাশেদুল ইসলাম, কাপড় ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম রবি, ওয়ালটন শোরুমের স্বত্বাধিকারী সাজু এবং ইমন টেইলার্সের মালিক ইমনের নামে অভিযোগ দিতে গাংনী থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে মফিজুর রহমান জানান, এ ঘটনার পর থেকে তিনি ও তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

গাংনীর রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদে ভাঙচুর ও লুটপাট, প্যানেল চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত

মেহেরপুরের গাংনীর রায়পুর ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তারের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত ভাঙচুর চালিয়ে ৩৬ বস্তা চাল লুট করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে তাৎক্ষণিক মানববন্ধন করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের অনুসারীরা।

প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম জানান, তিনি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের গুদামে চাল রেখে ভিডব্লিউডির চাল বিতরণ করছিলেন। এসময় মহিলা সদস্য নারগিছ তার স্বামীসহ দুর্বৃত্তদের নিয়ে ইউপি

ফরিদপুরে কেরাম বোর্ড খেলা নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০, বাড়িঘর ভাঙচুর

ফরিদপুরের সালথায় কেরাম বোর্ড খেলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর।

সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের রামকান্তপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুই-তিন দিন আগে রামকান্তপুর গ্রামের একটি বাজারে কেরাম বোর্ড খেলা নিয়ে স্থানীয় ওসমান তালুকদারের সমর্থক রাকিব নামে এক তরুণের সঙ্গে প্রতিপক্ষের কুদ্দুস তালুকদারের সমর্থক লায়েক নামে আরেক তরুণের মারামারির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে তখন পুলিশ গিয়ে ওই কেরাম বোর্ডটি থানায় নিয়ে আসে; কিন্তু ওই দুই তরুণের মারামারি ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা চলছিল। এর জেরে সোমবার সকালে স্থানীয় চায়ের দোকানে দুইপক্ষের কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

একপর্যায় উভয়পক্ষের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র ঢাল-কাতরা, টেঁটা, সড়কি, ভেলা ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পালটাধাওয়া। সংঘর্ষের সময় ৪টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে অন্তত ১০ জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও বোয়ালমারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সালথা থানার ওসি মো. আতাউর রহমান বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই এলাকার পরিবেশ

শান্ত রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র: যুগান্তর ।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কার্যালয়ে দুর্বৃত্তদের হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত নয়টার সময় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বিএনপি নেতা ও ৩নং ওয়ার্ড সহ-সভাপতি শামসুল আলম লায়লা জানান, রাতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা লাঠি-সোটা ও রড নিয়ে অতর্কিতভাবে অফিসে হামলা চালায় এবং কার্যালয়ের আসবাবপত্র, ব্যানার ও মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। এ সময় বিএনপি নেতা শরিফুল ইসলাম ও হায়াতকে মারধর করে গুরুতর আহত করা হয়। তিনি আরও বলেন, “হামলাকারীরা এখনও হুমকি দিচ্ছে, আমরা আতঙ্কে আছি।

অভিযোগে বলা হয়েছে, মোহানের ছেলে সোহেল, জহুরের ছেলে সাদ্দাম, আসুবের ছেলে রাজিব ও সবুজ, কাসেমের ছেলে বাঁধন, রাজ্জাকের ছেলে সম্রাট, সামাদুলের ছেলে আরিফুল এবং ইকলাসসহ আরও কয়েকজন এই হামলায় জড়িত ছিলেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।